ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৭/০৫/২০১৮ ।।

রাজ্যবাসীকে দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ, ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৬ মে।। মুক্ত ও স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে কার্যকারী ভূমিকা পালন করে। আজ সকালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত ত্রিপুরা জুডিশিয়াল অফিসারদের পঞ্চম বার্ষিক কনক্লেভ এর উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বিগত পাঁচ বছরে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত রায় দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সুষ্ঠুভাবে রাজ্য চালনার জন্য জেলা প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যে ৫টি বিচার বিভাগীয় জেলা রয়েছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বর্তমানে রাজ্যে ৮টি জেলা রয়েছে। রাজ্যের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী ৮টি জেলাতেই বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী শুরু করার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানান। এই জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ও পরিকাঠামো তৈরীতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও ব্যাপকভাবে বর্ধিত করছে। এরফলে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা আসবে এবং দুর্নীতি কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যবাসীকে দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিধা দিয়ে নতুন ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠবে নতুন ভারত যা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী। এই জন্য সাধারণ মানুষের সমস্যা ও অভিযোগ শুনে সমাধান করার জন্য এরাজ্যেও সপ্তাহে তিনদিন জনতার দরবার কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি তিনি অনলাইন পাবলিক গ্রীভেন্স রিড্রেস্যাল সিস্টেম চালু করেছেন যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অনলাইনে অভিযোগ জানাতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, আরও কিছুদিনের মধ্যে এই অনলাইন পাবলিক গ্রীভেন্স সিস্টেমে এস এম এস পরিষেবা যুক্ত করা হবে যার মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিটি স্তরে SMS-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য প্রশাসন বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা আদালতে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাগুলি সঠিক সময়ে নিষ্পত্তি করার জন্য জোর দিচ্ছে। এরফলে বিচার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণভাবে মামলার সংখ্যা কমবে। সরকার অমীমাংসিত রাজস্ব মামলাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার উপরও জোর দিচ্ছে। তারজন্য রাজ্য সরকার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসককে সপ্তাহে একবার করে রেভেনিউ কোর্ট অনুষ্ঠিত করার জন্য নির্দেশ দেবে যা বর্তমানে মাসে একবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় রাস্তোগি বলেন, বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা সমাজ থেকে দুর্নীতি হ্রাসে গুরুত্ব ভূমিকা নিতে পারে। তিনি প্রতিটি জেলায় একটি করে ভোক্তা আদলত চালু করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ত্রিপুরার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ভূয়সি প্রশংসা করেন। এছাড়া, এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাইকোর্টের বিচারপতি এস তলাপাত্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল এস জি চট্টোপাধ্যায়। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির ডিরেক্টর অরিন্দম পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, রাজ্যের অবসারপ্রাপ্ত বিচারপতি, জেলা ও মহকুমা আদালতের বিভিন্ন বিচারপতি সহ অন্যান্য জুডিশিয়াল আধিকারিকগণ। ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জুডিশিয়াল অফিসার কনক্লেভের দ্বিতীয় সেশনে বিচার ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

কদমতলা ব্লকে আজীবিকা দিবস পালন

ধর্মনগর, ০৫ মে।। গ্রাম স্বরাজ অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সারা রাজ্যের সাথে আজ কদমতলা ব্লকেও ব্লক ভিত্তিক আজীবিকা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে এখানকার পঞ্চায়েত সমিতি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজসেবী ভবতোষ দাস। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, গ্রাম স্বরাজ অভিযানের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বিডিও বৈজয়ন্ত দাস আজীবিকা দিবসের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উত্তর পূর্বাঞ্চল গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পের জেলা প্রজেক্ট ম্যানেজার সঞ্জীব শীল, কদমতলা মহকুমা কৃষি তত্বাবধায়ক সুরজিৎ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ব্লক এলাকার ৯টি অগ্রণী স্ব-সহায়ক দলকে অভিজ্ঞান পত্র দেয়া হয়। ব্লক ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে স্ব-সহায়ক দলগুলির তিন শতাধিক মহিলা অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী বিদ্যাভূষণ দাস।

কৈলাসহরে উপজাতি বিশ্রামাগারের উদ্বোধন

কৈলাসহর, ০৫ মে।। কৈলাসহরে পুরাতন নগর পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন স্থানে নব-নির্মিত উপজাতি বিশ্রামাগারের আজ উদ্বোধন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী রঞ্জন সিংহ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ড: সন্দীপ আর রাঠোর। উদ্বোধকের ভাষণে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ত্রিপুরাবাসী নতুন সরকার এনেছেন অনেক আশা নিয়ে। রাজ্যের অনেকগুলো উপজাতি হোস্টেলের অবস্থা ভাল নয়। এগুলোকে সুন্দরভাবে চালাতে হবে ও পরিকাঠামোর আরো উন্নয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, উন্নয়নের মূলকথা শান্তি ও সম্প্রীতি। উপজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। বিধায়ক মবস্বর আলী মহকুমার উপজাতি ছাত্র ও ছাত্রী নিবাসগুলোর পরিকাঠামোর উন্নয়নের সাথে স্থানীয় চিনিবাগানে একটি উপজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি জানান। ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ বলেন, এই যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মিত হওয়ায় উপজাতি অংশের মানুষের বহুদিনের একটি দাবী পূরণ হল। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এইচ

এল দেববর্মা, সমাজসেবী নীতিশ দে প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন এস ডি এম কেশব কর। উপজাতি বিশ্রামাগারটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার ৯১২ টাকা।

আগরতলায় পেট্রো-পণ্যের সঙ্কট নেই : খাদ্য দপ্তর

আগরতলা, ০৫ মে।। রাজধানী আগরতলায় বিগত কয়েকদিন পেট্রোল সঙ্কটের বিক্ষিপ্ত ঘটনা খাদ্য ও জনসংভরণ দফতরের নজরে আসে। দফতর ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে গুরুত্বের সাথে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে। দফতরের তরফে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে তদারকির পর দেখা যায়, আজ দুপুরের মধ্যে মাত্র একটি পেট্রোল পাম্প (ধলেশ্বরের মেসার্স ললিত পেট্রোলিয়াম) বাদে শহরের সব কয়টি পেট্রোল পাম্পে পর্যাপ্ত পেট্রোল মজুত রয়েছে। ললিত পেট্রোলিয়ামেও আগামীকাল সকালের মধ্যে পেট্রোল ঢুকবে। আই. ও. সি. এল. কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৮ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে ৫ মে, ২০১৮ অব্দি শুধুমাত্র রাজধানী আগরতলার জন্য আসামের রামনগর থেকে ৭৬১ কিলোলিটার এবং গুয়াহাটির বেতকুচি থেকে ১১২৬ কিলোলিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হয়। এই অবস্থায় আজ দুপুর থেকে রাজধানী আগরতলায় পেট্রোল বা অন্যান্য পেট্রো-পণ্যের কোন সঙ্কট নেই। রাজ্যের অন্যান্য মহকুমায়ও পেট্রো-পণ্যের কোন রকম সঙ্কটের তথ্য নেই। পেট্রোলের মজুত নিয়ে কোন রকম ভাবে আতঙ্কিত না হতে সর্বসাধারণের প্রতি খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দফতরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে আবেদন জানানো হয়েছে।

মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা গেলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব : উপ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৫ মে।। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর ও উত্তর পূর্ব গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গীভূত রাজ্য ভিত্তিক আজীবিকা এবং কৌশল বিকাশ দিবস উদযাপন করা হয়। উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিজীর স্বপ্ন দেশের প্রতিটি গ্রামকে স্বরাজ অভিযান-এর অন্তর্ভুক্ত করে ২০২২ সালের মধ্যে আর্থিক সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। তিনি বলেন, মোদিজীর এই স্বপ্নকে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যেও কার্যকরী করতে হবে। তিনি গ্রামীণ মানুষের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মা-বোনকে আগে শিক্ষার আঙ্গিনায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ মা-বোনেরা দেশের মানব সম্পদ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই মানব সম্পদকে যদি সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় তাহলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আর এ কাজটা মা-বোনেরাই ভাল করতে পারেন। তাই তিনি মহিলাদের সুশিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে বলতে গিয়ে উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি নিয়ে তেমন কোন প্রচার ছিল না, তাই মানুষের সে বিষয়ে খুব একটা ধারণা ছিলনা। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের এখন এই সব প্রকল্পের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানোর জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্কীমগুলি যথাযথভাবে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে মানুষকে দারিদ্র সীমারেখার উপরে তোলা এমন কোন কঠিন বিষয় নয়। ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করলেই রাজ্যের প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে এই গ্রাম স্বরাজ অভিযানের বিভিন্ন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করে স্বনির্ভর করে তোলা যায়। তাই তিনি সকলকে সক্রিয়ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সৃষ্টির কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যৌথ ভাবে কাজ করলে সফলতা আসবেই। একজন গরীব মানুষকেও যাতে বঞ্চনা করা না হয়। সরকারী সহায়তা নিয়ে দরিদ্রতা মোচনের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন, টি আর এল এম এর অতিরিক্ত সচিব অরূপরতন শর্মা এছাড়া অনুষ্ঠানে, এন ই আর এল পি এর বিভিন্ন স্কীম নিয়ে আলোচনা করেন এন ই আর এল পি এর পশ্চিম জেলার ভি পি এম অমিতাভ রায় চৌধুরী। স্কীল ডেভেলাপমেন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন উক্ত দপ্তরের অধিকর্তা এস প্রভু। বিভিন্ন স্কীমে ব্যাঙ্ক লোনের বিষয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র গোস্বামী ও ত্রিপুরা সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বপন সাহা। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব এল কে গুপ্তা।

আজীবিকা ও কৌশল বিকাশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে আজ রাজ্যের ১২টি স্ব-সহায়ক দল ও ৩টি ক্লাসটার লেভেল ফেডারেশনকে পুরস্কৃত করা হয়। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় ও প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় ১০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তকে শংসাপত্র দেয়া হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ পুরস্কার ও শংসাপত্রগুলি পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেন।

কৈলাসহরে আজীবিকা দিবস উদযাপিত

কৈলাসহর, ০৫ মে।। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজীবিকা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিল দেবাশিস সেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডি আর ডি এ-র প্রজেক্ট ডিরেক্টর পঙ্কজ চক্রবর্তী। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীমতি দেবনাথ বলেন, সরকারের লক্ষ্য জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন। জেলায় ৮০০টি স্ব-সহায়ক দল রয়েছে। স্বাবলম্বনের লক্ষ্যে এই দল গঠিত হয়েছে। এই দলগুলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে ব্যাঙ্কগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা জরুরী। গ্রাম স্বরাজ অভিযানকে সফল করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক মবস্বর আলী বলেন, জীবন সুরক্ষার জীবিকাই হচ্ছে আজীবিকা। লক্ষ্য হল স্ব-সহায়ক দলগুলির পরিবারের জীবনের মান উন্নয়ন করা। জেলা শাসক ড: সন্দীপ আর রাঠোড় বলেন, মহাত্মাজীর গ্রাম স্বরাজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে মানব সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি জানান ঊনকোটি জেলায় ২১০০ জন মহিলা সদস্য স্ব-সহায়ক দলে সক্রিয় রয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এন ই আর এল পি-র বি পি এম পি আর লিংডম, নাবার্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার তিমিরবরণ সাহা, লিড ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অমিতাভ সেনগুপ্ত প্রমুখ। ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সহায়তা ষ্টল খোলা হয়।

চড়িলাম ব্লকে ১০০ দিনের কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে

বিশালগড়, ০৫ মে।। রাজ্য সরকারের একশ দিনের ঘোষিত কর্মসূচিতে বিশালগড় মহকুমার চড়িলাম ব্লকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ব্লকের ২১টি এ ডি সি ভিলেজ ও গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচিতে ৪৬৮টি প্রকল্প রূপায়িত হবে। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০ টাকা। গৃহীত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচের উৎস সৃষ্টি, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, ৩২টি অঙ্গণওয়াড়ী কেন্দ্রে রান্নাঘর ও শৌচালয় নির্মাণ। ব্লকের বি ডি ও এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, ব্লকে ইতিমধ্যেই ১০০ দিনের কর্মসূচির পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে।